ইসলামী মূল আক্বীদাহর বিশ্লেষণ

লেখক

সম্মানিত শায়েখ

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রাঃ)

ভাষান্তরে ঃ

মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ ইবনে এহ্‌সান উল্লাহ

شرح أصول الإيمان

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة

محمد عليم الله بن إحسان الله

The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah
4922422 - fax.4970561 E.mail: mrawdhah@hotmail.com P.O.Box 87299 Riyadh 11642

ইসলামী মূল আক্বীদাহর বিশ্লেষণ

লেখক

সম্মানিত শায়েখ

মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ আল-উসাইমীন (রাঃ)

ভাষান্তরে ঃ

মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ্ ইবনে এহ্সান উল্লাহ্

প্রতিপাদ্যে ঃ

মোহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বিন
আলী আহমাদ

প্রকাশনায়

উম্মুল হামাম দা'ওয়া ও এরশাদ কার্যালয়

সহযোগিতায় রাওদাস্থ দা'ওয়া ও ইরশাদ কার্য্যালয়

ফোন- ৪৯২২৪২২ ফ্যাক্স - ৪৯৭০৫৬১

রিয়াদ - সাউদী আরব ।

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

شرح اصول الايمان / ترجمة محمد عليم بن احسان الله
. – الرياض .

١١٢ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ١-٤-٩١٨٠-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الايمان (الاسلام)   ٢- التوحيد

أ- ابن احسان الله ، محمد عليم الله (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢٤٠   ٢٣/١٩٦٤

رقم الإيداع : ٢٣/١٩٦٤

ردمك : ١-٤-٩١٨٠-٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

সূচীপত্র ঃ

বিষয়

পৃষ্ঠা নং

অনুবাদকের কথা ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র রব প্রতিপালক। তিনি আমাদের সকলের একমাত্র ইলাহ্ বা সত্য মাবুদ। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় সত্তায় যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। সালাত ও সালাম সেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্য-সঠিক দ্বীন ইসলাম সহকারে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমাতাল লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা নিষ্ঠার সাথে কোরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলেন।

জেনে রাখুন, দ্বীন- ইসলামের মূল ভিত্তি হল ঈমান, অর্থাৎ, সহীহ্ আক্বীদাহর উপর। অথচ আজ আমাদের মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ কোরআন ও সুন্নাহর আলোক বর্তিকা এবং ঈমান ও আক্বীদার জ্ঞান থেকে বহুদুরে অবস্থান করার ফলে তারা কুফর, শির্ক এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ}

অর্থাৎ "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর ঈমান রাখে,কিন্তু তারা মুশরিক।" (সূরা ইউসূফ, ১০৬)
লেখক এই পুস্তিকাটিতে ইসলামী আক্বীদার মূল ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। নির্ভেজাল ইসলামী আক্বীদার জ্ঞানার্জনের জন্য বইটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষায় এর অনুবাদ করার জন্য আমি প্রয়াসী হই। অনুবাদে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার জন্য পাঠকের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল। অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন খালেসভাবে তাঁরই জন্য আমার এ পরিশ্রম কবূল করেন এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন

আবু মাহমুদ, মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ পোঃ দারোগার হাট - ৩৯১২ ছাগলনাইয়া, ফেনী।

ভূমিকা ঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট তাওবা করি। সমস্ত বিপর্যয় ও কুকীর্তি হতে রক্ষার জন্য আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন, তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই। অতঃপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামদের উপর এবং যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথের সঠিক অনুসারী হবে তাদের উপর। জেনে রাখুন, ইল্‌মে তাওহীদ, তথা আল্লাহর তা'য়ালার একত্ববাদের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পবিত্র। কেননা, ইলমে তাওহীদ হল আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং বান্দাহর উপর তাঁর অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর এটাই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ এবং ইসলামী শরিয়তের মূল ভিত্তি। এজন্যই নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও আহ্বান ছিল এরই প্রতি কেন্দ্রীভূত।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{وَمَـــا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

অর্থাৎ, "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর"। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত - ২৫)

এটা সেই তাওহীদ যার স্বাক্ষ্য আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের জন্য দিয়েছেন এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ, আর এটাই আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{شَـــهِدَ الـــلّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত - ১৮)

তাওহীদের তাৎপর্য ও মর্যাদা যেহেতু অপরিসীম, তাই প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য্য দায়িত্ব হলো, আল্লাহর তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান শিক্ষা করা, অন্যকে তা শিক্ষা প্রদান করা এবং তাওহীদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা - ভাবনা করা। যাতে করে, সে প্রশান্ত মন নিয়ে স্বীয় দ্বীনকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে, যার সফলতা ও পরিণাম নিয়ে সে সুখী হতে পারে।

ইসলাম ধর্ম ঃ

ইসলাম সেই মহান ধর্ম বা সত্য ও সঠিক জীবন বিধান, যা সহকারে আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাহমাতাল লিল আ'লামীন রূপে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তদ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম রহিত করে দেন। এবং এরই মাধ্যমে বান্দাহদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের চুড়ান্ত পরিপূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করেন ও বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনিত করেন। তিনি কারো থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (জীবন-বিধান) কবুল করবেন না।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; [১] বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী"। (সূরা আহ্যাব, আয়াত-৪০)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا }

---

[১]মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে সন্তানও ছিল যেমন , কাসেম, আব্দুল্লাহ, ইব্রাহিম । তবে তাঁরা বালেগ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন বিধায় "তিনি কোন পুরুষের পিতা নন" বলা হয়েছে ।(সম্পাদক)

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যএকমাত্র দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম"। (সূরা মায়েদাহ্, আয়াত-৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ }

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৯)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থাৎ "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে,কস্মিণকালেও তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ "। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৮৫) আল্লাহ তা'য়ালা মানবকূলের উপর তাঁর মনোনীত এই দ্বীন গ্রহণ করা ফরজ করে দিয়েছন। তিনি স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

অর্থাৎ "(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। তিনি জীবন

ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর,যাতে করে তোমরা সঠিক সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৫৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণীত হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ "সেই মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক; যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হবে, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে"।

রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সে সব বিষয়কে বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করা ও উহার প্রতি অনুগত হওয়া। শুধু বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব মুমিন হতে পারেননি, অথচ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম।

ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্টাবলী ঃ

এক ঃ পূর্ববর্তী সব ধর্মের কল্যাণসমূহ ইসলামে নিহিত আছে। তাই ইসলামের আগমনের পর পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম ও গ্রন্থসমূহ রহিত হয়ে গিয়েছে। এবং অন্যান্য

ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য এ জন্য যে, ইসলাম স্থান-কাল,জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উপযোগী।

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}

অর্থাৎ "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী" ।(সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত - ৪৮)

ইসলামধর্ম স্থান-কাল, জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উপযুক্ত। এর অর্থ এই যে, ইসলামের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন কোন যুগে বা কোন দেশে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয়। বরং উহা সকল জাতির জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী। আবার এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সর্বদা প্রত্যেক স্থান-কাল ও জাতির প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে থাকবে ; যেমন কোন কোন লোক সেটাই মনে করে ।

দুই ঃ ইসলাম সেই মহা সত্য দ্বীন, যদি কোন জাতি (সম্প্রদায়) তার সঠিক অনুকরণ করে তা হলে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং জগতের সব ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

অর্থাৎ, "তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের

উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"। (সূরা আছ্‌ছাফ আয়াত-৯)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন, তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সূদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হয়, তারা হলো ফাসেক।" (সূরা আন্-নূর, আয়াত - ৫৫)

তিন ঃ ইসলাম আকিদাহ্ ও শরীয়াত উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ের নাম। ইসলাম তার মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানে পূর্ণাঙ্গ। যেমন,

১। ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের আদেশ দেয় এবং শির্ক থেকে নষেধ করে।

২। ইসলাম সত্যের আদেশ দেয় এবং মিথ্যা থেকে নিষেধ করে।

৩। ইসলাম ন্যায় ও ইন্সাফের নির্দেশ দেয় এবং জুলম অত্যাচার থেকে নিষেধ করে।

৪। ইসলাম আমানত আদায়ের নির্দেশ ও তাকীদ দেয় এবং আমানতের খেয়ানত করা নিষেধ করে।

৫। ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষার নির্দেশ দেয় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে নিষেধ করে।

৬। ইসলাম মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের হুকুম দেয় এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা থেকে নিষেধ করে।

৭। ইসলাম আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দেয় এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে নিষেধ করে।

৮। ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয় এবং অসদ্ব্যবহারে বাধা দেয়।

সারকথা, ইসলাম সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্রের আদেশ দেয় এবং যাবতীয় কুচরিত্র থেকে নিষেধ করে। প্রতিটি সৎকর্মের হুকুম দেয় ও প্রতিটি অপকর্ম থেকে নিষেধ করে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

অর্থাৎ "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও সীমালংঘন নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নাহল আয়াত - ৯০)

ইসলামের ভিত্তিসমূহ ঃ

ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি। এগুলো আব্দুল্লাহ বিন্ ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন,“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর যথা, (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযানের রোজা রাখা এবং (৫) কাবাঘরের হজ্জব্রত পালন করা।” এক ব্যক্তি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনায় হজ্জকে রমযানের রোজার আগে উল্লেখ করলে আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) তা অস্বীকার করে বললেন, ‘রমযানের রোজা এবং হজ্জ’ এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। (বোখারী ও মুসলিম, শব্দ মুসলিমের)

প্রথম ভিত্তি ঃ কালিমাতুস্ শাহাদাহ ঃ

شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

এর অর্থ হলো, "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত এবাদতের যোগ্য সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে উচ্চারণ করা। এই বাক্যে একাধিক বিষয় থাকা সত্বেও উহাকে ইসলামের একটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর তা এই জন্য যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক হেতু তাঁর উবুদিয়্যাত ও রেসালত তথা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য প্রদান -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- এর সাক্ষ্য প্রদানের সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই দুটি সাক্ষ্যই সমস্ত এবাদত ও সৎকর্ম সহীহ-শুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। কারণ কোন এবাদত শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তার মধ্যে দুটি শর্ত পাওয়া যায়; (ক) ইখলাছ অর্থাৎ, শিরক থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে এবাদত করা, (খ)মুতাবা'য়াত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী এবাদত গুলো সম্পাদন করা। ইখলাছের দ্বারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

পরিপূর্ণ ভাবে আনুগত্যের দ্বারা "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।

কালিমায়ে শাহাদাত-এর অন্যতম প্রধান ফল হলোঃ অন্তর ও আত্মাকে সৃষ্টির গোলামী থেকে এবং নবী রাসূলগণ ছাড়া অন্যের আনুগত্য থেকে মুক্ত করা।

দ্বিত্বীয় ভিত্তিঃ নামাজ কায়েম করা ঃ

এর অর্থ হলো: সঠিক পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী সুষ্ঠপন্থায় নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত সম্পাদন করা।

নামাজের অন্যতম ফলাফল হলো

এর মাধ্যমে মনের প্রশান্তি , চোখের শীতলতা লাভ এবং অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম-কাণ্ড হতে বিরত থাকা যায়।

তৃতীয় ভিত্তিঃ যাকাত প্রদান ঃ

আর তা হলো যাকাতের উপযুক্ত ধন-সম্পদে নির্ধারিত পরিমাণ মাল ব্যয়ের মধ্যমে আল্লাহর এবাদত করা।

যাকাত প্রদানের অন্যতম উপকারিতা হলো ,

যাকাত প্রদানের মধ্যমে কৃপণতার মত হীন চরিত্র হতে আত্মাকে পবিত্র করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের অভাব পূরণ করা ।

চতুর্থ ভিত্তিঃ সিয়াম , বা রমজান মাসের রোযা ঃ

রোযা হলো রমজান মাসে দিনের বেলায় রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াদি যেমন, পানাহার, যৌনাচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত পালন করা।

রোযার অন্যতম উপকারিতা
আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় কামনা-বাসনা বিসর্জনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা।

পঞ্চম ভিত্তি ঃ হজ্জ পালন করা ঃ
এর অর্থ হলো: হজ্জের কাজসমূহ পালনের জন্য বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গমন করে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করা।
হজ্জের অন্যতম উপকারিতা ঃ
আল্লাহর আনুগত্যে নিজের শারিরীক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অনুশীলন করা। এই কারনে হজ্জ পালন আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ হিসেবে পরিগণিত।"
আমরা ইসলামের স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে উপরে যে সমস্ত উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছি এবং যা উল্লেখ করিনি, সবকিছুই একটি জাতিকে পূত-পবিত্র মুসলিম জাতিতে পরিণত করবে , যে জাতি আল্লাহর জন্যই এ সত্য দ্বীন পালন করবে , সৃষ্টিজগতের সাথে ন্যায় ও সততার আচরণ করবে। কেন না ইসলামের এই ভিত্তিসমূহ সংশোধনের উপর নির্ভর করবে শরীয়াতের অন্যান্য বিধানগুলোর সংশোধন। এবং মুসলিম উম্মতের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি নির্ভর করে উক্ত ভিত্তিগুলোকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার উপর । দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ভুল-ক্রটি হলে সমপরিমাণে নিজেদের অবস্থারও অবনতি ঘটবে।

যে আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চায় সে যেন কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে ঃ

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}

অর্থাৎ "জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি। জনপদের অধিবাসীরা এব্যাপারে কি নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে না ! যখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন? জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলায় এসে পড়বে না! যখন তারা থাকবে খেলা-ধুলায় মত্ত? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও-এর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে"। (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ৯৬-৯৯)

এইসাথে অতীত লোকদের ইতিহাসের প্রতিও প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত। কেননা, ইতিহাসে রয়েছে বুদ্ধিমান এবং যাদের অন্তরে আবরণ পড়েনি এমন লোকদের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু। আল্লাহই আমাদের সহায় হউন।

ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিসমূহ ঃ

উপরে উল্ল্যেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম আক্বীদাহ ও শরীয়তের সমষ্টির নাম। ইতিপূর্বে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিসমূহের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী আকিদাহর ভিত্তিসমূহ যা পবিত্র কোরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হল ঃ

আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকাল ও ভাল মন্দসহ তক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন কারীমে এরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

অর্থাৎ "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে, বরং সৎকাজ হলঃ ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামতদিবসের উপর,ফেরেশ্তা দের

উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর।” (সূরা বাক্বারা,আয়াত -১৭৭)
ভাগ্য বা তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ
{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}
অর্থাৎ “নিশ্চয় আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে। আমার কাজ তো সম্পন্ন হয় এক মুহুর্তে, চোখের পলকের মত।” (সূরা আল-ক্বামার, আয়াত -৪৯-৫০)
প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্‌রীলে বর্ণিত আছে যে, জিব্‌রীল (আলাইহিস্‌সালাম) উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম)কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, “ ঈমান হলো, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকাল ও ভাল মন্দসহ তার তক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ”। (সহীহ মুসলিম)

প্রথম ভিত্তিঃ আল্লাহ তা’আলার প্রতি ঈমান ঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ
এক ঃ আল্লাহ্ তা’আলার অস্তিত্বের উপর ঈমান।
ফিত্‌রাত, যুক্তি ও শরীয়ত এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সবই আল্লাহ্ তা’আলার অস্তিত্বের প্রমাণ করে,

(ক) <u>ফিত্‌রতের আলোকে আল্লাহর অস্থিত্ব ঃ</u>

আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপর ফিত্রতী প্রমাণ হ্লো এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চিন্তা ও শিক্ষা ছাড়াই স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। ফিত্রতের এ দাবী থেকে কেউ বিমুখ হতে পারে না যদি তার হৃদয়ে অন্য কোন পার্শপ্রতিক্রিয়া না পড়ে । কেন না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ

(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِه)

অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই ইসলামী ফিত্রতের উপর জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিউপাসকে পরিণত করে।" (সহীহ বুখারী)

(খ) <u>বিবেক-বুদ্ধিও যুক্তির আলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমানঃ</u>

পূর্বাপর সৃষ্টি-জগতের সকল কিছু প্রমান করে যে, এসবকিছুর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, কেন না জগতের কোন বস্তু নিজেই নিজকে অস্তিত্ব দান করেনি , অথবা এসব কিছু হঠাৎ করেই আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি । আর কোন কিছুর নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দান করা কখনো সম্ভব নয় । কারণ, বস্তু কখনো নিজেই নিজকে সৃষ্টি করতে পারে না । কেননা, তা অস্তিত্ব লাভের পূর্বে ছিল অস্তিত্বহীন এবং যা ছিল অস্তিত্বহীন তা কি ভাবে নিজের স্রষ্টা হতে পারে ? আবার হঠাৎ করেই আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করাও সম্ভব নয় কেননা, প্রতিটি ঘটনার একজন ঘটক থাকে। আর সমগ্র বিশ্ব-জগৎ এবং এর মধ্যকার সকল ঘটনা- প্রবাহ এমন

এক অভূতপূর্ব নিয়মে, এবং একে অপরের সাথে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে যে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে , এ বিশ্বজগতের হঠাৎ করে আপনা - আপনি অভ্যুদয় ঘঠেনি । হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন কিছু নিয়ম বহির্ভুত ভাবে হয়ে থাকে এর মূল কোন নিয়ম থাকেনা তা হলে এ সৃষ্টি এত সুশৃঙ্খল ভাবে দীর্ঘ পরিক্রমায় কি ভাবে টিকে আছে ? তাহলে সৃষ্টিজগত যখন নিজকে নিজে অস্তিত্ব দান করতে পাওে নি , এবং হটাৎ করেও তা সৃষ্টি হয়নি এ থেকে প্রমানিত হলো যে এর একজন স্রষ্টা আছেন , যিনি হলেন , সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ।

আল্লাহ্ পাক কোরআনুল করীমের সূরা আত্ব-তুরে এই যুক্তিসঙ্গত দলীল উল্লেখ করে বলেন ঃ

{ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ }

অর্থাৎ: "তারা কি নিজেরাই আপনা-আপনি সৃষ্ট হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (সূরা তূর, আয়াত ঃ ৩৫, ৩৭) তাই হযরত যুবাইর ইবনুল মোত্য়িম (রাঃ) বলেন, " ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদিন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনি। তিনি যখন উপরোল্লিখিত আয়াতে পৌঁছলেন তখন হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, মনে হলো যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন শ্রবণের এটাই ছিল

আমার প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সে দিনই আমার অন্তরে ঈমান স্থান করে নিয়েছিল।" (বুখারী)
আরেকটি উদাহরণ দিয়ে এ যুক্তিটাকে আরো স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা যায়। যেমন, কোন লোক যদি আপনাকে এমন একটি বিরাট প্রাসাদের কথা বলে যার চর্তুপাশ্বে বাগান, ফাঁকে-ফাঁকে রয়েছে প্রবাহমান নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা, প্রাসাদে রয়েছে এর পূর্ণতা দানকারী সব সরঞ্জামাদি। অতঃপর যদি সে বলে যে, এ প্রাসাদ ও এর মধ্যে যে পরিপুর্ণতা রয়েছে সব কিছু নিজেই নিজকে সৃষ্টি করেছে বা আপনা-আপনি আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তখন আপনি বিনা দ্বিধায় তা অস্বীকার করবেন, তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন বরং তার কথাকে বড় ধরনের বোকামী বলে আখ্যায়িত করবেন। তাহলে এ বিশাল আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে লক্ষ-লক্ষ অনুপম সৃষ্টি কি নিজেই নিজের স্রষ্টা বা স্রষ্টা ছাড়াই কি তা আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে?

(গ) শরীয়াতের আলোকে আল্লাহ্ তা'য়ালার অস্তিত্বের প্রমান ঃ

সমস্ত আসমানীগ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সৃষ্টিজগতের কল্যাণে ঐ সমস্ত গ্রন্থে বিদ্যমান হুকুম আহকাম প্রমান করে যে, এ সব কিছু এমন প্রজ্ঞাময়,প্রতিপালকের পক্ষ হতে যিনি অবহিত আছেন সৃষ্টি জগতের সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে এবং তাতে সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে সবকিছুই প্রমান করে যে, তা মহান প্রতিপালকের পক্ষথেকে, এবং তিনিই এসবকিছুর অস্তিত্ব দানে সক্ষম যার সংবাদ তিনি নিজেই দিয়েছেন ।

(ঘ) অনুভুতির আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমান

(ক) আমরা শুনি ও দেখি যে , প্রার্থনাকারীদের অনেক প্রার্থনা কবুল হচ্ছে , অসহায় ব্যক্তিগণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন। এর দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

{وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ }

অর্থাৎ "স্মরণ করো নূহকে, সে যখন আমাকে আহ্বান করেছিল তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।"(সূরা আম্বিয়া-৭৬)

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ }

অর্থাৎ "স্মরণ করো, তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ত্রানসাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন"। (সূরা আনফাল-৯)

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা প্রদানের সময় এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'য়া করুন। আল্লাহর নবী দু'হাত তুলে দু'য়া করলেন। ফলে আকাশে পর্বত সদৃশ মেঘ জমলো এবং আল্লাহর নবী মিম্বার হতে অবতরণ করার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এমন কি, -বৃষ্টির কারণে - রাসূলের দাড়ী হতে পানির ফোটা পড়তে লাগলো।

দ্বিতীয় জুমায় সে বেদুঈন বা অন্য কেউ এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে

যাচ্ছে এবং ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য দু'য়া করুন।

অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ ! আমাদের চতুর্পার্শ্বে, (বৃষ্টি বর্ষন করুন) আমাদের উপর নয়। এমনকি তিনি যেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন সে দিক থেকে মেঘ কেটে গেল।' (বুখারী ও মুসলিম) দু'য়া কবুল হওয়ার শর্ত পূরণ করে সত্যিকারার্থে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হলে এখনও যে দু'য়া কবুল হয় তা দৃশ্যত ।

(খ) আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণের হাতে তাঁদের রেসালাত ও নবুওয়াত প্রমান করার জন্য যেসব মু'জেযা বা সাধারণের সাধ্যতীত অলৌকিক ঘটনা সমূহ প্রকাশ করে থাকেন যা মানুষ দেখে বা শুনে তা ঐ মু'জেযা প্রকাশক ও নবী-রাসূলদের প্রেরণকারী আল্লাহর অস্তিত্বের উপর অকাট্য দলীল বা প্রমাণ।

প্রথম উদাহরণঃ মুসা আলাইহিস্ সালামের মু'জেযা প্রকাশ ঃ

যখন আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আঃ) কে নির্দেশ দিলেন যে, স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে আঘাত করতে। মুসা (আঃ) আঘাত করলেন। ফলে, সমুদ্রের মধ্যে বারটি শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায় এবং দুপার্শ্বের পানি বিশাল পবর্তসদৃশ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}

অর্থাৎ "অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ফলে তা

বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।" (সূরা আশ্ শো'আরা আয়াত ঃ ৬৩)

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

ঈসা আলাইহিস্ সালামের মু'জেযা ঃ

তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন এবং তাদেরকে কবর থেকে বের করে আনতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ, "আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৪৯)

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي

অর্থাৎ "এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দিতে।" (সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ঃ ১১০)

তৃতীয় উদাহরণঃ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা ঃ

কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাঁর রেসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদের দিকে ইশারাহ করেন, অতঃপর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং উপস্থিত সবাই এই ঘটনা অবলোকন করেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ}

অর্থাৎ "কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়

এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত এক প্রকার যাদু।"
(সূরা আল্-ক্বামার, আয়াত ঃ ১-২)

ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুধাবন যোগ্য উপরোক্ত নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ যেগুলো আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলদের সাহায্যের জন্য ঘটান, আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।"

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়্যাতের উপর ঈমান ঃ

এর অর্থ হলো, এ কথা স্বীকার করা যে, তিনিই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই দুনিয়া-আখেরাতের মালিক ও সমগ্র জগৎ বাসীর প্রতিপালক। আর তিনিই বিশ্ব জগতের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় একক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, কোন মালিক নেই, তিনি ব্যতীত কারো নির্দেশ প্রদানের কোন অধিকার নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
অর্থাৎ, "জেনেরেখ, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের কাজ একমাত্র তাঁরই"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত ,৫৪)
আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قطمير}

অর্থাৎ, " তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালন কর্তা, সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১৩)

কতিপয় হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া সৃষ্টি জগতের কেউই আল্লাহর রবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করেনি,যারা

অস্বীকার করেছে তাদের অন্তরেও এ বিশ্বাস ছিল কিন্তু তারা অন্যায় ও অহংকার করে তা অস্বিকার করেছে। যেমন, ফেরাউনের বেলায় তাই ঘটেছিল সে তার জাতিকে বললো,

{فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى }

অর্থাৎ "সে (ফেরাউন) বলল, আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন"। (সূরা আন্ নাযি'আত, আয়াত ঃ ২৪-২৫) ফেরাউন আরো বলল ঃ

{ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي }

অর্থাৎ "হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে "।(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৩৮)

ফেরাউন একথা অহংকার করে বলেছিল, কিন্তু তার অন্তরের বিশ্বাস এমনটি ছিল না । আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا }

অর্থাৎ "তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।" (সূরা আন নামল, আয়াত, ১৪)

মুসা (আঃ)ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেন,

{لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا}

অর্থাৎ "তুমি জান যে আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।" (সূরা বনী-ইসরাঈল, ১০২)

অনুরূপ আরবের মুশরেকরা ও আল্লাহর উলূহিয়্যাত বা এবাদতে শির্ক করা সত্ত্বেও তাঁর রবুবিয়্যাতকে স্বীকার করত। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لله قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون قُل مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ لله قُل أَفَلا تَتَّقُون قُل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُون لله قُل فَأَنَّى تُسْحَرُون}

অর্থাৎ "বল, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। তখন তারা বলবে, সবই আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? । বল, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? অচিরেই তারা বলবে, আল্লাহ্। বল, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? । বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তখন তারা বলবে, আল্লাহর। বল, তাহলে কেমন করে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?(সূরা মুমিনুন, ৮৪-৮৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেনঃ

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ}

অর্থাৎ"(হে রাসূল) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, সৃষ্টি করেছেন পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। (সূরা যুখরুফ-৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ}

অর্থাৎ "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরা যুখরুফ, আয়াত, ৮৭)

আল্লাহর আদেশ সৃষ্টিগত ও শরীয়ত সংশ্লিষ্ট উভয় প্রকার বিষয়াদি শামিল করে । তিনি যেমন তাঁর হেকমত অনুসারে সৃষ্টিজগতে যা ইচ্ছা তার সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ও ব্যবস্থাপক, তেমনি তিনি তাঁর হেকমত অনুযায়ী যাবতীয় আইন, বিধি-বিধান ও এবাদত ও পারস্পারিক লেনদেনের হুকুম রচনার একচ্ছত্র অধিকারী। অতএব যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে এবাদত বিধানকারী অথবা হুকুমদাতা হিসাবে অন্য কাউকে গ্রহন করে তা হলে আল্লাহর অংশিবাদ স্থাপন করল । এবং এর ফলে তার ঈমান থাকবে না।

তৃতীয় ঃ আল্লাহর উলূহিয়্যাতের উপর ঈমান ঃ এর অর্থ হলো, এই কথা স্বীকার করা যে,এককভাবে আল্লাহ তা'য়ালাই সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য, এতে অন্য কেহ তাঁর শরীক নেই এবং সকল প্রকার এবাদত বা উপাসনা তাঁরই জন্য খালেছ করতে হবে।

"ইলাহ" শব্দের অর্থ মালূহ বা মা'বুদ অর্থাৎ, সেই উপাস্য যার প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে, তাঁর মহত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তাঁর এবাদত বা উপাসনা করা হয়। । আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ}

অর্থাৎ "আর তোমাদের উপাস্য এক মাত্র একই উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি মহা করুণাময় দয়ালু "। (সূরা আল- বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৬৩)

আল্লাহ্ তা'য়াল আরো ইরশাদ করেন ঃ

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং ফিরেশ্তাগণ, ন্যায়নিষ্ট জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৮)

তাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য রূপে বিশেষিত করলে তা হবে বাতিল। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}

অর্থাৎ "তা এই জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে তারা অসত্য এবং আল্লাহ, তিনিই হলেন সুমহান সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা হজ্জ, আয়াত, ৬২)

প্রতিমাকে মা'বুদ বলে নাম রাখলেই তা উপাস্যের আসনে সমাসীন হয় না বরং শুধু নাম সর্বস্বই থেকে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে লাত, ওযযা, মানাত ইত্যাদি প্রতিমাগুলো সম্পর্কে বলেন ঃ

{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى}

অর্থাৎ "এগুলো কতেক নাম বৈ কিছু নয়, যে সমস্ত নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেন নি।" (সূরা আন্নাজম, আয়াত , ২৩)

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর কারাগারের সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ

{يَـا صَـاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّـا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ "হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ভাল? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা'ই সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ্ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্ ছাড়া বিধান দেবার বা শাসন ক্ষমতার কারো অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য কারো এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না" ।(সূরা ইউসুফ আয়াত, ৩৯-৪০)

তাই সকল নবী রাসূলগণ তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে বলতেনঃ { اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ }

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহরই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য সত্যিকার কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। (সূরা আ'রাফ-৫৯)

কিন্তু যুগে যুগে মুশ্‌রিকগণ এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের বাতিল

উপাস্যকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে ওদের উপাসনা করে। তাদের নিকট সাহায্য কামনা করে এবং তাদের কাছে ফরিয়াদ করে।

۞ আল্লাহ্ তা'য়ালা মুশ্‌রিকদের এপ্রকার উপাস্য গ্রহণের বিষয়কে দুইটি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন।

প্রথমঃ যাদেরকে তারা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছে ওদের মধ্যে উপাস্যগত কোন গুণ নেই। তারা সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়। যেমন, তারা কোন একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর ঐ সব মা'বুদ তাদের পুঁজারীদের না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না তাদের কোন মুছিবত দূর করতে পারে, এবং তাদের জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। আসমান, যমিনেরও কোন কিছুর তারা মালিক নয় এবং এতে তাদের অংশও নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا}

অর্থাৎ"তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।"(সূরা ফুর্‌কান আয়াত, ৩) আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}

অর্থাৎ "বল, তোমরা আহ্বান কর, যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা তো নভোমণ্ডল ও ভু-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। এতে তাদের কোন অংশও নেই। এবং তাদের কেহ আল্লাহর সহায়কও নয়। আল্লাহ্র নিকট কারো জন্য সুপরিশ ফলপ্রসু হবে না কিন্তু যার জন্য অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত।" (সূরা সাবা,আয়াত ২২-২৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ}

অর্থাৎ "তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না ? বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।" (সূরা আল্অ'রাফ, আয়াত, ১৯১-১৯২)

আর যখন এই বাতেল উপাস্যদের এরূপ অসহায় অবস্থা, তখন তাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করা চরম বোকামী ও বাতেল কর্ম বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয় ঃ যখন মুশরিকরা স্বীকার করে যে এ নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা, যাঁর হাতে সবকিছুর ক্ষমতা, যিনি আশ্রয় দান করেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয়দানকারী নেই; তখন তাদের জন্য অনিবার্য্য হয়ে উঠে এ বিষয় স্বীকার করা যে, একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই

সর্বপ্রকার এবাদত বা উপাসনার অধিকারী। যেমন, তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা রবুবিয়্যাতে বা প্রভুত্বে একক ও অদ্বিতীয়, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{يَــا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَــلَّكُمْ تَــتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنــزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে অবশ্যই, তোমরা ধর্মভীরু (পরহেযগার) হতে পার। যে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন । আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে তোমাদের জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ তোমরা এসব অবগত আছ।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত ঃ ২১-২২)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ}

অর্থাৎ "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরা যুখরুফ, আয়াত ঃ ৮৭)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}

অর্থাৎ "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করেন তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন-এই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বলো, তারপরেও কেন তোমরা তাঁকে ভয় করো না ? অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের সত্যিকার প্রতিপালক। আর সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় পরি চালিত হচ্ছ"? (সূরা ইউনুস,আয়াত ৩১-৩২)

❁ চতুর্থঃ আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর উপর ঈমান

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমানের চতুর্থ দিক হলো, তিনি তাঁর জন্য তাঁর কিতাবে যে সমস্ত নাম উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলে করীম (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা তাঁর সর্ব সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর মহৎ গুণরাজি যে ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন অস্বীকৃতি ও উপমা - সাদৃশ্য আরোপ ব্যতীত এবং কোন ধরণ-গঠন নির্ণয়

না করে যে ভাবে প্রযোয্য সে ভাবে আল্লাহর জন্য তা মেনে নেয়া ।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

{وَلِلَّه الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। কাজেই তোমরা সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর ওদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বিকৃতি সাধন করে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত, ১৮০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ وَلَــهُ الْمَــثَلُ الْأَعْــلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ "আকাশ ও পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" **(সূরা আররূম, ২৭)**

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}

অর্থাৎ "তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ্ শূরা আয়াত ঃ ১১)

❁ আল্লাহ্ তা'য়ালা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে দুইটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে।

<u>প্রথমদল ঃ আল্-মু'আত্তিলাহ্ ঃ</u>

এরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমস্ত নাম বা কোন কোন নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে, তাদের ধারণা যে আল্লাহর জন্য গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করলে

আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

তাদের এ ধারণা কয়েক কারণে বাতিল ঃ-

১। -যদি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী নেই বলা হয় হয় - তাহলে একারণে বাতিল কথাকেই অপরিহার্য মনে করা হবে । কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাঁর নাম ও গুণাবলী আছে বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং তাতে তাঁর কোন সদৃশ বা সমতুল্য নেই বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব যদি আল্লাহর জন্য গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা হয়ে যাবে মনে করা হয় এতে করে আল্লাহ্র কথাই সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত হবে । এবং তাঁর এক কথা অপর কথাকে মিথ্যা বলে প্রমানিত করবে ।

২। দুটি বস্তু নাম বা গুণে অভিন্ন হলেও সার্বিক দিক দিয়ে যে সদৃশ হবে তা প্রয়োজনীয় নয়। আপনি দেখতে পান, দু'ব্যক্তি শ্রবণ, দৃষ্টি ও বাকশক্তির অধিকারী কিন্তু এতদ সত্ত্বেও মানবিক গুণ ও শ্রবণ শক্তি,দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তির দিক থেকে তারা সমান নয়।

আপনি দেখবেন, সব জন্তুদের হাত, পা ও চক্ষু রয়েছে, কিন্তু নাম এক হওয়ার কারণে তাদের এসব অংগ-প্রত্যঙ্গ এক প্রকার বা সমপর্যায়ের নয়।

যদি সৃষ্টির মধ্যে নাম ও গুণাবলীর অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অধিকতর পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকাই অধিকতর স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় দলঃ আল মুশাব্বিহা

এই দল আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সাথে সাথে তারা আল্লাহর গুনাবলীকে সৃষ্টির গুনাবলীর অনুরূপ মনে করে। তাদের যুক্তি হলো যে, কোরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি থেকে এটাই বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহদেরকে - তাঁর গুনাবলীর বিষয়ে - তাদের বোধগম্য ভাষায়'ই সম্বোধন করেছেন ।

তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন এবং কয়েক কারনে তা বাতিল বলে গন্যহবে ।

১। যুক্তি ও শরীয়াতের আলোকে যাচাই করলে উপলব্দি করা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীন কখনও সৃষ্টির সদৃশ হতে পারেন না। আর কোরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন বাতিল বিষয় উপলব্দি করা সম্ভব নয়।

২। আল্লাহ পাক যদিও এমন ভাষা ও শব্দ দিয়ে তাঁর বান্দাহদেরকে সম্বোধন করেছেন, যেগুলো মৌলিক অর্থগত দিক দিয়ে তাদের বোধগম্য, কিন্তু তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সেগুলোর মূল অবস্থা ও আসল তত্ত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে অবহিত করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা নিজ সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানকে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে "আস্‌সামী" বা 'সর্বশ্রোতা' নামে বিশেষিত করেছেন। শ্রবনের অর্থটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার শ্রবন গুণের মূল তত্ত্ব আমাদের জানা নেই। কেননা, সৃষ্টি কুলের শ্রবনশক্তির

মধ্যে যখন সবাই সমান নয়, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষেত্রে অধিকতর তফাৎ থাকাই স্বাভাবিক।

অনুরূপ ভাবে যখন আল্লাহ্ পাক বলেছেন যে, তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেনে। অধিষ্ঠিত হওয়াটা আমাদের বোধগম্য, কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃত রূপ, ধরণ আমাদের জানা নেই।

কারণ, সৃষ্টির অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। একটি স্থিতিশীল চেয়ারে বসা আর একটি চঞ্চল পলায়নপর উটের পিঠে বসা সমান নয়। আর যখন সৃষ্টিকুলের অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে এতটুকু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ঢের ব্যবধান থাকা অধিকতর নিশ্চিত।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুমেনদের জন্য যে সব উপকার সাধিত হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

প্রথমতঃ এ ভাবে আল্লাহ্র তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ফলে বান্দাহ্র মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার লেশমাত্র থাকে না এবং তিনি ছাড়া আর কারো এবাদত সে করে না।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্র সর্বসুন্দর নামসমূহ ও তার সুউচ্চ গুণাবলীর দাবী অনুযাই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা ও সর্বোচ্ছ সম্মান প্রদর্শন সম্ভব ।

তৃতীয় ঃ আল্লাহ্র আদেশ অনুযাই সঠিক অর্থে তাঁর এবাদত পালন এবং তাঁর নিষেধাবলী বর্জন করা সম্ভব ।

۞ দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান ঃ

ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট এক অদৃশ্য জগত। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মাশগুল থাকেন তাঁদেও মধ্যে উলুহিয়্যাত বা রুবুবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট নেই ।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করার তাঁদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

{ وَمَـــنْ عِـــنْدَهُ لَـــا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ }

অর্থাৎ "আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তাঁরা অহঙ্কারবশে তাঁর এবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তাঁরা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং কোন সময় শৈথিল্য করেনা।" (সূরা আম্বিয়া আয়াত ঃ ১৯-২০)

তাঁদের সংখ্যা এতবেশী যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) থেকে মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসমানে অবস্থিত 'বায়তুল মা'মুর' দেখেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনরায় প্রবেশ করার পালা আর আসবে না।

۞ ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১। ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা যাদের নাম আমাদের জানা আছে যেমন, জিব্‌রাঈল (আলাইহিস্ সালাম)তাঁদের উপর নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা। আর যাদের নাম আমাদের জানা নেই তাঁদের প্রতি সার্বিক ভাবে ঈমান আনা।

৩। কোরআনুল করীম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত তাঁদের গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা। যেমন, জিব্‌রাঈলের ব্যাপারে রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত ডানা আছে যা গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছেন। আর ফেরেশ্‌তারা আল্লাহ্‌পাকের আদেশে মানবাকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করতে পারেন। যেমন, আল্লাহ্ পাক যখন জিব্‌রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) কে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর জননী মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

যেমন, জিব্‌রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক অজ্ঞাত ব্যক্তির আকৃতিতে উপস্থিত হন তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন, তাঁর (জিবরিল) এর পরিহিত পোষাক ছিল সাদা ধবধবে, মাথার চুল ছিল ঘনকালো। ভ্রমণের কোন লক্ষণ তাঁর উপর দেখা যাচ্ছিল না। সাহাবাগণের কেউ তাঁকে চিনতেও পারেনি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে তাঁর হাটুর সাথে আপন হাঁটু মিলা

বসলেন এবং আপন হস্তদ্বয় তাঁর উরুর উপর রাখলেন। এবং তাঁকে ইসলাম, ঈমান,ইহসান এবং কিয়ামত ও তার লক্ষণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর জবাব দেন। এরপর তিনি চলে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেন ঃ

فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُم

অর্থাৎ “ইনি জিব্‌রাঈল, তোমাদেরকে(তোমাদের দ্বীনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছেন” (মুসলিম শরীফ)

এভাবে আল্লাহ্ পাক ইব্রাহীম ও লুত (আঃ) এর নিকট যে সব ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেছিলেন তারাও পুরুষলোকের অকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪। ফেরেশতাগণের আমল বা কর্মসমূহের উপর ঈমান আনা, যা তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে পালন করে থাকে। যেমন, ফেরেশতাদের দিন-রাত তস্‌বীহ্ পাঠ ও আল্লাহর এবাদত করা বিনা ক্লান্তি ও বিনা অলসতায়। তাদের মধ্যে কোন কোন ফেরেশতা বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন, যেমন, জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তিনি নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহর কালাম ও ওহী বহন করেন । মীকাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তিনি আল্লাহর অদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ইসরাফীল (আলাইহিস্ সালাম) তিনি মহা প্রলয়ের দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়ে ছেন। মালাকুল মউত (আলাইহিস্ সালাম) সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত , যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি সেখানে তার প্রাণ বিয়োগ ঘটান। মালিক (আলাইহিস্

সালাম) তিনি দোযখের তত্ত্বা বধায়ক। একদল ফেরেশ্‌তা আছেন, যারা গর্ভজাত সন্তানদের দায়িত্বে নিয়ো জিত রয়েছেন। মাতৃগর্ভে যখন সন্তানের চার মাস পূর্ণ হয় তখন সেই সন্তানের কাছে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরন করেন এবং তাকে সেই মানবসন্তানের রিজেক্ব, মৃত্যুক্ষণ, আমল এবং সে সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবান তা লিখার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপ ভাবে আরেক দল ফেরেশ্‌তা আছেন যারা মানুষের আমল নামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। একদল ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর কবরে তাকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। মৃত ব্যক্তি কবরে পুনরায় জীবিত হওয়ার পর দুইজন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবেন,
এক ঃ তার রব বা প্রভু সম্পর্কে ।
দুইঃ তার দ্বীন সম্পর্কে ।
তিন ঃ তার নবী সম্পর্কে।

❁ ফেরেশ্‌তদের প্রতি ঈমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

প্রথম : মহান আল্লাহ্‌পাকের মহত্ত্ব, অসীম শক্তি ও তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। কেননা, সৃষ্টির মহাত্ম্য স্রষ্টার মহাত্ম্য থেকে প্রাপ্ত ।

দ্বিতীয় : আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; যেহেতু তিনি ফেরেশ্‌তাদেরকে মানুষের হেফাজত, তাদের আমল নামা সংরক্ষণসহ তাদের বহুবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত রেখেছেন ।

তৃতীয় ঃ ফেরেশ্‌তদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি ; যেহেতু তাঁরা যথাযথ ভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত সম্পাদন করে চলছেন।

একদল বিভ্রান্থলোক ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তারা বলে, ফেরেশ্‌তারা হলো সৃষ্টি কুলের মধ্যে নিহিত কল্যানশক্তি বিশেষ। তাদের এই বক্তব্য আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস ও মুসলিম ঐক্য মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

الْحَمْــدُ لِــلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আকাশমণ্ডল ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতা গণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার ডানা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।" (সূরা ফাতির- ১)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ

{وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ}

অর্থাৎ "আর যদি তুমি দেখ! যখন ফেরেশ্‌তারা কাফেরদের প্রাণ হরণ করে এবং প্রহার করে তাদের মুখে ও তাদের পশ্চাদদেশে; আর বলে, তোমরা দহনযন্ত্রনা ভোগ কর।" (সূরা আনফাল,আয়াত ৫০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

{ وَلَــوْ تَــرَى إِذِ الظَّـــالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِــطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}

অর্থাৎ "আর যদি তুমি দেখ, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য, তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ বিশ্বাস না করে অহংকার করতে।" (সূরা আল আন-আম, আয়াত ৯৩)

আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }

অর্থাৎ "যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। তখন তারা পরস্পর বলে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলে, তিনি সত্যই বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান।" (সূরা সাবা, আয়াত ঃ ২৩)

বেহেশ্তবাসীদের সম্পর্কে অল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ }

অর্থাৎ "তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরাও। ফেরেশতা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে ঃ তোমাদের ধর্যের কারণে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আর তোমাদের এই শেষ গন্তব্যস্থল কতই না চমৎকার।" (সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)
সহীহ বোখারীতে আবু হুরায়রা (রাজি য়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল(আঃ) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভাল বাস। তখন জিব্‌রাঈল তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষনা করে দেন, আল্লাহ পাক অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আকাশ বাসীগণ সেই বান্দাহকে ভালবাসেন। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতেও সেই বান্দাহর গ্রহনযোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়।"
বোখারী শরীফেই আরেকটি হাদীস প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :
"যখন জুম'আর দিন হয় তখন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশ্‌তাগণ অবস্থান গ্রহন করেন। তাঁরা নামাজে আগমনকারীদের নাম যথাক্রমে লিখতে থাকে। তারপর ইমাম যখন খুৎবার জন্য মিম্বরে বসে পড়েন তখন তারা তাদের ফাইল গুটিয়ে নেয় এবং খুৎবা শুনার জন্য তারা হাজির হয়ে যায়।"

এইসব আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, ফেরেশ্‌তাদে অস্তিত্ব রয়েছে, তাঁরা অস্থিত্বহীন নন ; যেমনটি বিভ্রান্ত লোকেরা বলে থাকে। উপরোক্ত

উদ্ধৃতিগুলোর মর্মার্থ অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে।

✿ তৃতীয় ভিত্তি ঃ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ঃ

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ স্বীয় নবী রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথের অনুসরণের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

✿ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

১। সর্বপ্রথম এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এসব গ্রন্থাবলী মহান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানব রচিত গ্রন্থ নয়।

২। নির্দিষ্ট নামে ঐ সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আলক্বোরআন-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর, যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর এবং ইঞ্জীল ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) এর উপর।

আর যে সব আসমানী কিতাবের নাম আমাদের জানা নেই ,তার প্রতি সার্বিক ভাবে ঈমান রাখা।

৩। আসমানী গ্রন্থসমূহে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মত, শরীয়ত এবং তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে যে সব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, কোরআনে বর্ণিত সংবাদসমূহ এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অপরিবর্তিত অথবা অবিকৃত সংবাদ সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪। আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এমন আদেশ সমূহের উপর আমল করা যা রহিত হয়নি, এবং ঐ সব হুকুমের হেকমত আমাদের জানা থাকুক বা নাই থাকুক সর্বাবস্থায় মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করা ছাড়া হৃদয়ের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সাথে তা মেনে নেয়া। আর কোরআনুল করীমের দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ মানসুখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ}

অর্থাৎ "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী" । **(সূরা আল মায়েদাহ, ৪৮)** একারণে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের কোন হুকুমের উপর আমল করা জায়েয হবে না, একমাত্র ঐসব হুকুম ব্যতীত যা বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কোরআনের দ্বারা তা প্রতিপাদিত ও বলবৎ রাখা হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহ ঃ

প্রথম: বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ , কেননা তিনি প্রত্যেক জাতির প্রতি তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে কিতাব পাঠিয়েছেন ।

দ্বিতীয় ঃ শরীয়ত প্রবর্তনে আল্লাহ পাকের হেকমত সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ, যেহেতু তিনি প্রতিটি জাতির প্রতি তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল শরীয়ত প্রবর্তন করে পাঠিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا অর্থাৎ "আমি তোমাদের -প্রতিটি সম্প্রদায়ের- জন্য শরীয়ত ও জীবন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।" (সূরা মায়েদা-৪৮)

তৃতীয় ঃ উপরোক্ত নিয়ামতসমূহের জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন।

চতুর্থ ভিত্তি ঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান ঃ

رسل শব্দটি رسول এর বহুবচন। যার অর্থ কোন বিষয় পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত দূত বা প্রতিনিধি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল সেই মহা ব্যক্তি, যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা প্রচার করার জন্য তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আলাইহিস্ সালাম) আর সর্বশেষ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

অর্থাৎ "আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন করে ওহী পাঠিয়ে-ছিলাম নূহের প্রতি এবং সে

সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ঃ ১৬৩)
সহীহ্ বোখারীতে হ্যরত আনাস বিন মালেক(রাঃ) থেকে শাফায়াতের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হাশরবাসীগণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুপারিশের আশায় প্রথমে আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট আসবে। তখন আদম (আলাইহিস্ সালাম) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবেন ঃ "তোমরা নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর নিকট যাও। তিনি প্রথম রাসূল, যাকে আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন ·· " ।
আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ
{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}
অর্থাৎ, "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।" (সূরা আল আহ্যাব, আয়াত ঃ ৪০)
আল্লাহ্ তা'আলা যুগে-যুগে প্রত্যেক জাতির প্রতি সতন্ত্র শরীয়ত সহকারে রাসূল অথবা পূর্ববর্তী শরীয়ত নবায়নের জন্য ওহী সহকারে অব্যাহত ভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যাঁর প্রতি কোন নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ হয় নাই, তিনি শুধু আগের শরীয়তের প্রচারক বা রাসূলের প্রতিনিধি তিনি হলেন নবী।
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ }

অর্থাৎ, "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর।" **(সূরা নাহল, আয়াত ঃ ৩৬)**

আল্লাহ পাক আরো বলেন ঃ

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ}

অর্থাৎ: "আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী আসেনি।" (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ২৪)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ

{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ }

অর্থাৎ, "আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো । নবীগণ যাঁরা আল্লাহর অনুগত ছিলেন তারা ইহুদীদের কে তদনুসারে বিধান দিতেন, আরো বিধান দিতেন আল্লাহওয়ালাগণ এবং বিদ্বানগণ। কেননা তাদেরকে এ কিতাবুল্লার দেখাশোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন"। (সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ঃ ৪৪)

❁ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি, তাঁরা মানুষ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন ঃ

{قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য"। (সূরা আল্-আরাফ, আয়াত ঃ ১৮৮)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا}

অর্থাৎ "বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহ তা'য়ালার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাব না"। (সূরা জ্বিন, আয়াত ঃ ২১-২২)

নবী-রাসূলগণও সাধারণ মানুষের ন্যায় মানবিক বৈশিষ্টে বিশেষিত। তাঁরাও পানাহার করতেন, অসুস্থ হতেন এবং তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির সামনে স্বীয় প্রভুর পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

{وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ}

অর্থাৎ "আর যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন । যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন,অতঃপর তিনিই আমার পুনর্জীবন দান করবেন।" (সূরা আশা-শোআরা, আয়াত ঃ ৭৯-৮১)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। আর যদি আমি ভুলে যাই তা হলে তোমরা আমাকে স্বরণ করে দিও । (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণকে দাসত্বগুণে বিশেষিত করেছেন তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থলে। এবং তাঁদের প্রশংসা করার বেলায়ও তাঁদেকে বান্দাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন । যেমন আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ { إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا }

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সে ছিল আমার কৃতজ্ঞ বান্দাহ" । (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩)

মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا }

অর্থাৎ "পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ব-জগতের জন্য সতর্ককারী হয়।" (সূরা আল ফুরকান, ১)

আল্লাহ তা'য়ালা ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আলাইহিমুস্ সালাম) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

{وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ}

অর্থাৎ "স্মরণ কর, আমার বান্দাহ্ ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তাঁরা ছিল শক্তিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী। আমি তাঁদের এক বিশেষ গুণ, পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করে ছিলাম। আর তাঁরা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত" ।(সূরা ছোয়াদ, আয়াত ঃ ৪৫-৪৭)

সারকথা ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যদার বিষয়। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালার নবী-রাসূলগণ ও তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো বান্দাহ্‌রূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করতেন না। কারণ; আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর এবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা এবাদত করাই অমর্যাদার বিষয় ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃীষ্টানেরা ঈসা মাসীহ- (আলাইহিস্ সালাম) কে আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাদের অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরেকরা, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে তাদের দেবী সাব্যস্ত করে তাদের পূজা-আর্চনা করেছে। এ ভাবে কবর পূজারীরা আওলীয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের কবর পূজায় লিপ্ত হয়েছে।}

ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل

অর্থাৎ "সে তো আমার এক বান্দাহই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈলের জন্য এক আদর্শ।" (সূরা যুখরুফঃ ৫৯)

❁ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথম ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমস্ত নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাঁদের কোন একজনের প্রতি কুফরী বা কোন একজনকে অবিশ্বাস করা সবার প্রতি কুফরী করার নামান্তর। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন ঃ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ
অর্থাৎ, "নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে" ।(সূরা শু'আরা, আয়াত-১০৫)
আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ সেই সময় নূহ (আলাইহিস্ সালাম) ব্যতীত অন্য কোন রাসূল ছিলেন না। তাই খ্রীষ্টানগণের মধ্যে যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে না, তারা বস্তুতঃ ঈসা - মসীহ্ - (আলাইহিস্ সালাম) কে অস্বীকার করলো তাঁর অনুকরণ ও আনুগত্য থেকে মুখ ফেরালো। কেননা, মরিয়ম-তনয় ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) বণী-ইসরাঈলকে মহা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন যে, তিনি

তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টাতা থেকে রক্ষা করে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। [১]

দ্বিতীয় ঃ নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাঁদের নাম জানা আছে তাঁদের প্রতি নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা। যেমন- মুহাম্মদ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা, নূহ্ (আলাইহিমুস সালাম) উপরোল্লিখিত পাঁচজন হলেন নবী-রাসূলগণের মধ্যে বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে কোরআন করীমের দুই স্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সূরা আহ্যাবে বলেছেন ঃ

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}

অর্থাৎ "যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে ও তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয়

---

[১] অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্য সব নবীকে এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো। (অনুবাদক)

ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম" । [১] (সূরা আহ্যাব,৭) সূরা আশ-শুরায় বলা হয়েছে,

{شَـــرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَـــا وَصَّـــيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না" । (সূরা আশ্ শুরা, আয়াত ঃ ১৩)

আর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাদের নাম আমাদের জানা নেই, তাঁদের প্রতি সাধারণ ও সার্বিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

---

[১] এ আয়াতে সাধরণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখ করার পর এ পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকূলের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। (অনুবাদক)

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ }

অর্থাৎ "আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। তাঁদের কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" (সূরা আল মুমিন, আয়াতঃ ১৮)

তৃতীয়ঃ কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাঁদের ঘটনাসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

চতুর্থ ঃ নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের প্রতি রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর আনিত শরীয়তের উপর আমল করা। আর তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}

অর্থাৎ "অতএব, না তোমার প্রতিপালকের কসম, ঐ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার

তোমার উপর অর্পণ না করে । অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা কবুল করে "। (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ঃ ৬৫) [১]

নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক তাঁর বান্দাহদের উপর বিরাট রহমত ও পরম অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। যেহেতু তিনি তাদের প্রতি আপন রাসূলগণকে প্রেরন করেছেন, যাতে তাঁরা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং কি পদ্ধতিতে আল্লাহ্র এবাদত করতে হয় তা লোকদের স্পষ্ট করে বলে দেন। কেননা, মানুষ নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে তা জানা অসম্ভব।

২। এই মহা নিয়ামতের উপর আল্লাহ্র শুকরিয়াহ্ জ্ঞাপন করা।

---

[১] অতএব, মুসলমানদের মধ্যে কোন বিষয়ে পারস্পরিক মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবর্তমানে তাঁর প্রবর্তিত শরীয়াতের নিকট যেতে হবে এবং তদানুসারে বিচার ফয়সালা করতে হবে । (অনুবাদক)

৩। নবী রাসূলগণের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁদের শান ও মর্যাদা উপযোগী প্রশংসা করা। কেননা, তাঁরা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁরা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর এবাদত আদায় করেছেন। মানব জাতির কল্যাণার্থে তাঁরা রেসালতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করেছেন এবং তাঁর বান্দাহদের নসিহত করেছেন।

শুধুমাত্র একগুঁয়ে কাফেররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে, এই বলে যে, আল্লাহর রাসূলগণ মানুষ থেকে হতে পারেন না। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে কারীমে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করে বলেন,

{وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً}

অর্থাৎ,"আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?! যখন তাদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন তাদের এ উক্তিই লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে । বল, যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করত, তা হলে আমি আকাশ থেকে কোন

ফেরেশ্‌তাকেই তাদের নিকট রাসূল করে প্রেরণ করতাম"। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৯৪-৯৫)

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের এই ধারনা খণ্ডন করে দেন এই অর্থে যে, আল্লাহর রাসূলগন মানুষ হওয়া অপরিহার্য। কেননা তাঁরা পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত, যেহেতু এরা হলো মানুষ। আর যদি পৃথিবীবাসীরা ফেরেশ্‌তা হতো তা হলে তাদের প্রতি নিশ্চয়ই কোন ফেরেশ্‌তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; যাতে সেই রাসূল তাদেরই মত একজন হয়ে দায়িত্ব পালন করতেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদের বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

{قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }

অর্থাৎ, "তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়। ঈমানদারগণ কেবল আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে থাকে।" (সূরা ইবরাহীম আয়াত ঃ ১০-১১)

❁ <u>পঞ্চম ভিত্তিঃআখেরাতের উপর ঈমান</u> ঃ

আখেরাত দিবস বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেদিন প্রতিফল প্রদান ও হিসাব-নিকাশের জন্য সব মৃত মানুষদের পুনরুত্থান করা হবে। ঐ দিনকে ইয়াওমুল আখেরাহ বা শেষ দিন এ জন্যই বলা হয় যে, এরপর আর অন্য কোন দিবস থাকবে না। হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীগণ তাঁদের চিরস্থায়ী আবাসস্থলে অবস্থান করবে এবং জাহান্নামী গণও তাদের ঠিকানায় অবস্থান করবে।

۞ আখেরাতের প্রতি ঈমানের তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

প্রথমঃ পুনরুত্থান দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর তা হলো সে দিন শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখন সব মৃতরা জীবিত হয়ে নগ্ন দেহ, নগ্ন পা ও খত্‌নাবিহীন অবস্থায় রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত হবে ।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থাৎ "যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি শুরু করেছিলাম সেভাবে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। অবশ্যই আমি তা পূর্ণ করব"। (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

পুনরুত্থান ঃ

মৃত্যুর পর পুণরুত্থান সত্য, যা কোরআনে করীম ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

অর্থাৎ “অতঃপর নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।” (সূরা মুমেনুন-১৫ ও ১৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ “কেয়ামতের দিন সব মানুষকে নগ্ন পা ও খত্‌নাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

পুনরুত্থান সাব্যস্ত হওয়ার উপর মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহর হেকমতের দাবী হলো এই পৃথিবীবাসীর জন্য পরবর্তীতে একটি সময় নির্ধারণ করা অনিবার্য, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে বান্দাহর উপর যে সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি তার প্রতিফল প্রদান করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থাৎ “তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে আর ফিরে আসবে না ? ” । (সূরা মুমিনুন, ১১৫)

আল্লাহ স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্ভোধন করে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ

অর্থাৎ, "যিনি আপনার জন্য কোরআনকে করেছেন বিধান তিনি অবশ্যই আপনাকে তাঁর অঙ্গিকারকৃত প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে নিবেন।"(সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত, ৮৫)

দ্বিতীয় ঃ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল প্রদানের উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বান্দাহর কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নিবেন এবং প্রত্যেকের যাবতীয় কাজ-কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। এর প্রমান কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুলিম উম্মার ইজমা। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ থাকবে আমারই দায়িত্বে"। (সূরা গাশিয়াহ-২৫ ও ২৬) তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

অর্থাৎ, "যে একটি সৎকর্ম করবে তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ সাওয়অব, এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে সে উহারই সমান শাস্তি পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।" (সূরা আল আন'আম, আয়াত ঃ ১৬০) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ }

অর্থাৎ "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৪৭)

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ

"إن الله يــدني الْمُؤْمِــنَ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَــنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوْ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ,"আল্লাহ্ ঈমানদার ব্যক্তিকে - শেষ বিচারের দিন- নিকটবর্তী করে তার উপর পর্দা ঢেলে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার অমুক অমুক পাপ সম্পর্কে অবগত আছ ? সে উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক ! এভাবে যখন সে তার পাপসমূহ স্বীকার করে নিবে এবং দেখবে যে, সে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার পাপসমূহ গোপন করে রেখেছিলাম এবং আজ তোমার সে সব পাপ ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিক দেরকে সকল সৃষ্টির সামনে সমবেত করে বলা হবে, এরা সেই সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, অত্যাচারিদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ রয়েছে"।(বুখারী ও মুসলিম) অপর এক সহীহ হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"যে ব্যক্তি কোন একটি সৎকাজের ইচ্ছা করে এবং পরে তা সম্পন্ন করে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ সাওয়াব লিখে রাখেন, বরং আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় কৃপায় আরো বেশী দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একটি গুনাহর ইচ্ছা করে এবং পরে সে তা বাস্তবায়িত করে, আল্লাহ তার নামে শুধু একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন"।

❁ আখেরাতে হিসাব-নিকাশ শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করার উপর মুসলিম উম্মাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এটাই হেকমতের দাবী। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে গ্রন্থরাজি পাঠিয়েছেন,

রাসূলগণকে প্রেরন করেছেন এবং তাঁদের আনিত দ্বীন গ্রহণ করা ও উহার উপর আমল করা বান্দাহদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। নাফরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব করেছেন, তাদের রক্ত, ছেলে-সন্তান, মাল-সম্পদ ও নারীদেরকে মুসলমানদের জন্য হালাল করেছেন। অতএব, যদি প্রতিটি কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরষ্কার প্রদান করা না হয় তা হলে এ সবই হয় অর্নথক, যা থেকে আমাদের সর্ববিজ্ঞ প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'য়ালা পুত-পবিত্র। এর প্রতিই আল্লাহ্ তা'য়ালা ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ}

অর্থাৎ, "অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব, বস্তুতঃ আমি সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না"।(সূরা আরাফ, আয়াতঃ৬) [১]

---

[১] অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবী রসূলগণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে সব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম সেগুলো আপনাদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না ? । (অনুবাদক)

তৃতীয়ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এই দুটিস্থান মুমিন ও কাফেরদের চিরকালের শেষ আবাসস্থল। জান্নাত অফুরন্ত নেয়ামতের স্থান , আল্লাহ্ তা সেসব মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা ঐ সব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে যে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা আল্লাহ্ তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার আনুগত্য ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করেছে। সেথায় এমন অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষ তা মনে মনে কল্পনাও করতে পারবে না ।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

{إِنَّ الَّذِيـــنَ آمَـــنُوا وَعَمِـــلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
{جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই হলো সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান, চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে" । (সূরা আল বাইয়্যিনাত আয়াত, ৭-৮) আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{فَـــلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ “কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়ণ প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা আছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ” (সূরা সিজদা, আয়াত ঃ ১৭)

জাহান্নামঃ

জাহান্নাম শাস্তির স্থান, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা কাফের জালেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে কুফ্রী ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী করে। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার আযাব ও হৃদয়বিদারক শাস্তি, যা কারো কল্পনায়ও আসতে পারে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
অর্থাৎ “সেই আগুন কে ভয় কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য”। (সূরা আলে ইমরান-১৩১) আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا }

অর্থাৎ “আমি জালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে তা হলে তাদেরকে পূঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে। কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় উহা এবং কতইনা মন্দ সেই আশ্রয়স্থল”। (সূরা আল কাহাফ, আয়াত ঃ ১৯) আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

{إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا}

অর্থাৎ,"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথায় কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যে দিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে, সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও আমাদের রাসূলের আনুগত্য করতাম"। (সূরা আল আহ্যাব, আয়াত ঃ ৬৪-৬৬)

۞ মৃত্যুর পর সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন,

(ক) কবরের পরীক্ষা ঃ

মৃত ব্যক্তির দাফনের পর ফেরেশ্তা কর্তৃক তাকে তার প্রতিপালক, তার ধর্ম ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদারগণকে কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ দ্বারা সুদৃঢ় করবেন এবং ঈমানদার ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্ আমার রব্ব -প্রতিপালক, ইসলাম আমার ধর্ম, এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নবী। আর আল্লাহ জালেমদের বিভ্রান্ত করবেন। কাফের বলবে, হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না। আর মুনাফিক বা সন্দেহকারী বলবে, আমি কিছুই জানি না, তবে লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, অতঃপর আমিও তাই বলেছিলাম।

(খ) কবরের আযাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

কবরের আযাব জালেম কাফের ও মুনাফেকদের জন্য হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}

অর্থাৎ "যদি আপনি দেখেন, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয়-হস্ত প্রসারিত করে বলবে , বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অপমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে ।(সূরা আল আন্-আম, আয়াত ঃ ৯৩)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরাউনের গোত্র সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}

অর্থাৎ "সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে প্রবেশ কর। (সূরা গাফির, আয়াত ঃ ৪৫)

সহীহ্ মুসলিম শরীফে যায়েদ বিন সাবেত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, " যদি তোমরা মৃতদের কে দাফন করবে না (এ আশঙ্কা আমার না হতো) তা হলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম তোমাদেরকে কবরের ঐ আযাব শুনায়ে দেয়ার জন্য যা আমি শুনে থাকি। তারপর সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা বললেন, আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তাঁরা বললেন, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেত্নাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর। তাঁরা বললেন, আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেত্নাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা বললেন, আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

- মুত্তাকীদের জন্য কবরের নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত সত্য।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}

অর্থাৎ "নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর এর উপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্তারা অবতীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহন কর"। (সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত ঃ ৩০)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

অর্থাৎ, "পরন্ত কেন নয় যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের

অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখনা। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি সে নৈকট্য-প্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তাঁর জন্য আছে সুখ-সাচ্ছন্দ্য,উত্তম জীবনোপকরণ ও নেয়ামত ভরা উদ্যান"। (সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ৮৩ - ৮৯)

❁ বারা ইবনে আ'যিব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি কর্তৃক কবরে ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর, এক আহ্বানকারী আসমান থেকে আহ্বান করে বলবে, আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। তোমরা তার জন্য জান্নাতে বিছানা করে দাও, তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান করিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটা দরজা খুলে দাও। অতঃপর তাঁর কবরে জান্নাতের সুগন্ধী আসতে থাকবে এবং তার জন্য কবর চক্ষুদৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্থ করা হবে। (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত, এটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ)

আখেরাতের প্রতি ঈমানে অনেক উপকার রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। পরকালের সুখ-শান্তি ও প্রতি ফলের আশায় ঈমান অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যে আমল করার প্রেরণা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

২। পরকালের আযাব ও শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী করা থেকে ও পাপ কাজের উপর সন্তুষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩। আখেরাতে সংরক্ষিত নেয়ামত ও সাওয়াবের আশায় পার্থিব বঞ্চনায় মুমিনের আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হয় ।

❁ কাফেরগণ মৃত্যুর পর পূনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের ধারণায় এই পুনরুজ্জীবন অসম্ভব ঃ

কাফেরদের এই ধারণা বাতিল। কারণ, মৃত্যুর পর পুণরুত্থানের উপর শরীয়ত, ইন্দ্রিয় শক্তি ও যুক্তিগত প্রমাণ রয়েছে ঃ

(ক) শরীয়তের প্রমাণ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ}

অর্থাৎ "কাফেররা ধারনা করে যে, তারা কখনও পুণরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই তা হবে, আমার পালনকর্তার কসম, নিশ্চয়ই তোমরা পুণরুত্থিতহবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করানো হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।(সূরা আত্ তাগাবুন, আয়াত ঃ ৯) উপরন্তু সব আসমানী গ্রন্থ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। [১]

---

[১] আল্লাহ্ ভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি , সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, শুধু আদালতের দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি, ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র আল্লহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা ও শাসক-শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে এবং তা যথাযথ ভাবে পালন করতে সচেষ্ঠ হবে।(অনুবাদক)

(খ) <u>ইন্দ্রিয় শক্তির আলোকে প্রমাণ</u>

আল্লাহ্পাক এ পৃথিবীতে মৃত ব্যক্তিদের কে জীবিত করে তার বান্দাহদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করেছেন। সূরা আল্ বাক্বারাহ-তে এর পাঁচটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে।

<u>প্রথম উদাহরণঃ</u> মূসা (আঃ) এর ঘটনা। যখন মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের সত্তর জন লোককে মনোনীত করে তাঁর সঙ্গে তূর পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শ্রবণ করেও ঈমান আনলো না এবং বলল, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর মুসা (আঃ) এর দোয়ায় আল্লাহ্ দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পূণর্জীবিত করে ছিলেন। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ

{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ, "আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্য দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমদেরকে পাকড়াও করল বজ্রপাত। এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে পূনরায় জীবন দান করেছি, যাতে করে

তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও ”। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৫৫-৫৬)

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ একজন নিহত ব্যক্তির ঘটনা। বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয় এবং মুল হত্যাকারী কে ! তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে একটি গরু জবাই করে তার একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তারা সেইভাবে আঘাত করলে ঐ ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

অর্থাৎ “স্মরণ কর,যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, অতঃপর সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। তোমরা গোপন করতে চেয়ছ, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনসমূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর”। (সূরা আল্ বাক্বারা, আয়াত ঃ ৭২-৭৩)

তৃতীয় উদাহরণ ঃ এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক কোন এক শহরে বাস করতো, সেখানে কোন মহামারী বা মারাত্মক রোগ-ব্যধির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'য়ালা

তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য, জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের সবাইকে ঐ জায়গায় একসাথে মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং পরে তাদেরকে আবার জীবিত করেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? আর তারা ছিল সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর পরম অনুগ্রহ শীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না"। (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২৪৩)

চতুর্থ উদাহরণ ঃ সেই ব্যক্তির ঘটনা যে এক মৃত শহর দিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা দেখে সে ধারণা করল যে, আল্লাহ এই শহরকে আর জীবিত করতে পারবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে একশত বছর মৃত রাখেন। তারপর তাকে জীবিত করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

অর্থাৎ, "তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যার বাড়ীঘরগুলো ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হয়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশত বছর। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করে বললেন, কতকাল মৃত ছিলে? বলল, আমি মৃত ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয়! বরং তুমি তো একশত বছর মৃত ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয় দ্রব্যের দিকে, সেগুলো পঁচে যায়নি এবং দেখ, নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ কিভাবে পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান"। (সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৯)

পঞ্চম উদাহরণঃ ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা, যখন তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে আরজ করলেন, তিনি কিভাবে মৃতকে পূণর্জীবিত করেন, তখন আল্লাহ তাকে তা প্রত্যক্ষ করান। [১]

---

[১] আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ) এর আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে। এ কারণে হযরত ইবরাহীম(আঃ) এ রূপ নিবেদন করেছিলেন। (অনুবাদক)

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন চারটি পাখী জবাই করে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোর উপর ছড়িয়ে-ছিঠিয়ে দেন। এরপর তাদের ডাক দিলে দেখা যাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণ আকারে ইব্রাহীমের দিকে ধাবিত হয়ে আসছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন,

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

অর্থাৎ, "এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর। বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু এজন্য দেখতে চাই যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক। দেখবে, সেগুলো (জীবিত হয়ে) তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন"। (সূরা বাক্বারা, আয়াত - ২৬০)

এসমস্ত বাস্তব ইন্দ্রিয়গত উদাহরণ যা মৃতদের পুনর্জীবিত করা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। ইতিপূর্বে মৃতকে জীবিত করা এবং কবর থেকে পুণরুত্থিত করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের মধ্যে

অন্যতম নিদর্শন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহা আস্‌সালাম) এর মো'জেযার প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে।

যুক্তির আলোকে পুণরুত্থানের প্রমাণসমূহ এবং সেগুলো দুইভাবে উপস্থাপন করা যায় ।

এক ঃনিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর স্রষ্টা। আর যিনি প্রথম বার এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে কোন ক্লান্তিবোধ করেন নি, তিনি পুনরুত্থানে দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, বরং তাতো আরো সহজ। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

{وَهُــوَ الَّذي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهُوَ العَزيزُ الْحَكيمُ}

অর্থাৎ, "তিনিই প্রথম বার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমাশালী প্রজ্ঞাময়"। (সূরা রোম, আয়াত,২৭) আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

{ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُّعيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلينَ }

অর্থাৎ, "যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে আমি পুণরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব"।(সূরা আম্বিয়া আয়াত ঃ ১০৪)

যে লোক [১] পচে-গলে যাওয়া হাড্ডি পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ পাক সে লোকের উত্তর প্রদানের জন্য তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, "সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনরায় সেগুলোকে জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত"।(সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৭৮-৭৯)

দুই ঃ জমীন কখনও কখনও সবুজ বৃক্ষ, তৃন-লতাহীন পতিত হয়ে পড়ে । আল্লাহ্ তা'য়ালা তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে পুনরায় তাকে জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করে তুলেন। যিনি এই জমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করতে সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই মৃত প্রাণীদেরকে পুনরায় জীবন্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

---

[১] আস ইব্নে ওয়ালে মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আল্লাহ্ তা'য়ালা একেও জীবিত করবেন কি ? লেখক এখানে সে ঘটনার উল্লেখ করেছেন । (অনুবাদক)

{وَمِـــنْ آيَاتِه أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْـــتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ}

অর্থাৎ "তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা সবুজ-শ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন তিনি জীবিত করবেন মৃতুদেরকেও। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম"। (সূরা ফুস্সিলাত আয়াত ঃ ৩৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন,

{وَنَزَّلْـــنَا مِـــنَ السَّـــمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}

অর্থাৎ, এবং আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও পরিপক্ক শষ্যরাজি উদ্গত করি। আর সৃষ্টি করি সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর আমার বান্দাহদের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টির দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পনরুত্থান ঘটবে"। (সূরা ক্বাফ, আয়াতঃ ৯-১১)

পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায় কবরের আযাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা এটা অসম্ভব ও বাস্তবতা বিরোধী । তারা বলে, কোন সময় কবর উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তি যেমন ছিল তেমনই আছে। কবরের পরিসর বৃদ্ধি পায়নি বা তা সংকুচিতও হয়নি।

শরীয়ত, ইন্দ্রিয়শক্তি ও যুক্তির বিচারে তাদের এ ধারণা বাতিল।

শরীয়তের প্রমান ঃ কবরের শাস্তি ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রমাণ হিসাবে ইতিপূর্বে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ ঈমান বিলআখিরাতের পরিচ্ছদে (খ) প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বাগানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দুজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল . . । এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আযাবের কারণ উল্লেখ করে বললেন, এদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপরজন চুগলখুরী করতো।

ইন্দ্রিয়শক্তির আলোকে এর প্রমান ঃ-

যেমন, ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে হয়ত একটা প্রশস্ত বাগান বা ময়দান দেখতে পায় এবং সেখানে শান্তি উপভোগ করতে থাকে। আবার কখনও সে দেখে যে, কোন বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হয়ে উঠে এবং অনেক সময় ভয়ে জাগ্রত হয়ে যায় অথচ সে নিজ বিছানার উপর পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে।

বলা হয়, "নিদ্রা মৃত্যুর সমতুল্য"। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

অর্থাৎ "আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়। আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে। অতঃপর

যার মৃত্যু অবধারিত করেন,তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে ”। (সূরা আয যুমার, আয়াত ঃ ৪২)

যুক্তি বা বুদ্ধির আলোকে কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রমান।

ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনো এমন সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে যা বাস্তবের সাথে মিলে যায় । এবং হয়ত বা সে কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখল। আর যে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেই দেখেছে। অথচ তখন সে নিজ কক্ষে আপন বিছানায় শায়িত। দুনিয়ার ব্যাপারে এসব সম্ভব হলে আখেরাতের ব্যাপারে কেন সম্ভব হবে না ?

আর যে ধারনার উপর নির্বর করে তারা বলে যে, অনেক সময় কবর উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তি যেমন ছিল তেমনই আছে। কবরের পরিসর বৃদ্ধি পায়নি বা উহা সংকুচিতও হয়নি। তাদের এ ভ্রান্ত ধারনার জবাব কয়েক ভাবে দেয়া যায় তন্মধ্য যেমন ,

১। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন ব্যাপারে সংবাদ দিলে তা মান্য ও বিশ্বাস করা ছাড়া ঈমানদার নর-নারীর ভিন্ন কোন ক্ষমতা থাকে না।

বিশেষ করে এজাতীয় অমূলক সংশয়-সন্দেহের ক্ষেত্রে। যদি অস্বীকার কারী ব্যক্তি শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত বিষয়সমূহে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করে তা হলে সে এসব সংশয়-সন্দেহের অসারতা অনুধাবন করতে পারবে। আরবীতে বলা হয়,

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

"অনেকেই বিশুদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দোষত্রুটি খুজে বেড়ায়, অথচ প্রকৃত দোষ বা বিপদ তার রুগ্ন বুদ্ধিমত্তাতেই নিহিত রয়েছে"।

২। কবরের অবস্থাসমূহ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত। ইন্দ্রিয়শক্তির মাধ্যমে তা উপলব্দি করা অসম্ভব। যদি ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্দি করা যেতো তা হলে ঈমান বিলগায়বের আর প্রয়োজন হতো না এবং এ কারণে অদৃশ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩। কবরের শান্তি ও শাস্তি এবং প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা কেবল মাত্র কবরবাসী মৃত ব্যক্তিই অনুভব করে, অন্যেরা নয়। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে, কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। অনুরূপ সমবেত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তিনি তা শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন, কিন্তু সাহাবীগণ কিছুই শুনতেন না। অনেক সময় জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আগমন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে

পাঠ করে শুনাতেন। তিনি শুনতেন, ও দেখতেন, কিন্তু সাহাবীগণ টেরও পেতেন না।

৪। মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও সীমিত। সৃষ্টির অনেক বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয় ও চেতনা এবং জ্ঞানের ঊর্ধে।

এভাবে সপ্তাকাশ, যমীন ও এতদুভয়ের সব বস্তু সত্যিকারার্থে আল্লাহর তস্‌বীহ্ পাঠ করে কিন্তু তা আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে, সাধারণ মানুষের তা শ্রুতিগোচর হয় না। যেমন; আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}

অর্থাৎ, "সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি শহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা- শু'আরা আয়াত-৪৪)

আর এভাবেই শয়তান ও জ্বিনদের পৃথিবীতে গমনাগমন। জ্বিনদের একদল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিরবে কোরআন শ্রবণ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং আপন সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে

প্রত্যাবর্তন করে। এতদসত্ত্বেও তারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

{يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (বিভ্রান্ত করে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল, এমতাবস্থায় যে, তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছিল যাতে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা ঈমান আনে না"। (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত- ২৭)

আর যখন সৃষ্টিলোক পৃথিবীতে বিরাজমান সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে না, তখন তাদের পক্ষে তাদের উপলব্ধির বাইরে বিরাজমান যে সব অদৃশ্য বিষয়াদি রয়েছে সেগুলো অস্বীকার করা জায়েয হবে না।

ষষ্ঠ ভিত্তি ঃ ঈমান বিল্ ক্বদার অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি ঈমান ঃ

শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বাদর্ (قـــدر) শব্দের অর্থ: আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক স্বীয় হেকমত ও জ্ঞান অনুসারে সৃষ্টিকুলের জন্য নির্ধারিত ভাগ্য।

ভাগ্যের প্রতি ঈমানের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

প্রথমঃ বিশ্বাস করা যে, অনাদিকাল হতে অনন্ত কাল পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিজের ও তাঁর বান্দাহদের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্পর্কে সামগ্রিক ও বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

দ্বিতীয়: এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ তা'য়ালা যা কিছু নির্দ্ধারণ ও সম্পাদান করেছেন সব কিছুই তিনি তাঁর লাওহে মাহ্ফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন।

এ দুটো বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{أَلَـــمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ}

অর্থাৎ "তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন। নিশ্চয়ই উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ"। (সূরা আলহাজ্জ্ব আয়াতঃ ৭০)

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)বর্ণনা করেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমান

ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টি জগতের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, বিশ্বজগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হয় না। সেটি তাঁর নিজের কার্যসম্পর্কিত হোক-অথবা তাঁর সৃষ্টির কার্যসম্পর্কিত হোক।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর কার্যাদি সম্পর্কে বলেন ঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

অর্থাৎ "আপনার রব -প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন"।(সূরা আলকাসাস, আয়াত-৬৮)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ,"আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"(সূরা ইব্রাহীম-২৭)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ "তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে যেমন তিনি ইচ্ছা করেন।

তিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৬)

মাখলুকাতের কর্ম-কাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত"। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৯০) আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা একাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট বুলিকে পরিত্যাগ করুন"। **(সূরাআল আন'আম,আয়াতঃ ১৩৭)**

<u>চতুর্থ:</u> বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, তাদের সত্তা, গুণ এবং কর্ম তৎপরতাসহ সবই আল্লাহর সৃষ্ট।

আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন,

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক"।(সূরা যুমার-৬২) আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

অর্থাৎ "তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর উহা নির্ধারণ করেছেন পরিমিত ভাবে"। (আল-ফুরকান-২) আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেন ঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, "আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে সব কর্ম সম্পাদন করছো সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আস্ সাফফাত, আয়াত ঃ ৯৬)

পূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি যে "ঈমান বিল ক্বদার" বা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে মানুষের কর্ম সমূহের উপর তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিষয়টি সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, শরীয়ত ও বাস্তব অবস্থা বান্দাহর নিজেস্ব যে ইচ্ছা শক্তি রয়েছে তা প্রমাণ করে।

১। শরীয়াতের প্রমান ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا

অর্থাৎ, "এই দিবস সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট তার ঠিকানা তৈরী করুক। সূরা নাবা-৩৯) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

{ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

অর্থাৎ "অতএব তোমরা তোমাদের শষ্য-ক্ষেত্রে (স্ত্রীদের কাছে) যেভাবে ইচ্ছা গমন কর "। (সূরা বাক্বারা-২২৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহর সামর্থ্য সম্পর্কে আরো বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ, "অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর"। (সূরা আত্তাগাবূন,আয়াতঃ১৬) আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ }

অর্থাৎ "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে

এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।" (সূরা আল্ বাক্বারা, আয়াত ২৮৬) [১]

২। <u>বাস্তবতার আলোকে এর প্রমান ঃ</u>

প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার নিজেস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। এবং এরই মাধ্যমে সে কোন কাজ করে বা তা থেকে বিরত থাকে। যে সব কাজ তার ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় যেমন, চলাফেরা করা এবং যা তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে যেমন, হঠাৎ করে শরীর প্রকম্পিত হওয়া । এ উভয় অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সে পার্থক্য ও করতে পারে।

তবে বান্দাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অধীন ও অনুগত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

{لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ,"যে সরল পথে চলার ইচ্ছা করে তার জন্য [২], আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছার বাইরে তোমাদের কোন ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে না"। (সূরা তাক্‌ভীর-২৮-২৯)

যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ তা'য়ালার রাজত্ব তাই তাঁর রাজত্বে তাঁর অজানা কিছু ঘটতে পারে না।

উপরোল্লেখিত আমাদের বর্ণনানুযায়ী তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস বান্দাহকে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব

---

[১] অর্থাৎ মানুষ সওয়াব সে কাজের জন্যই পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তি সে কাজের জন্যই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে। - অনুবাদক

[২] অর্থাৎ, তার জন্য এ কোরআনে উপদেশ রয়েছে ।

আদায় না করার অথবা তাকদীরের কথা বলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ প্রদান করে না। সুতরাং তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস করে এই ধরণের যুক্তি উপস্থাপন করা কয়েকটি কারনে বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তন্মধ্যে ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ

{سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ}

অর্থাৎ "যারা শিরক করছে তারা অচিরেই বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না । এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনি ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার ? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল"। (সূরা আন্ আম, আয়াত ঃ ১৪৮)

এতে বুঝাগেল যে, পাপ কাজ করার জন্য তাক্বদীরকে প্রমান হিসাবে পেশ করা যদি বৈধ হত তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দিতেন না।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ

{رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً }

অর্থাৎ, "রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ"। (সূরা আন্ নিসা আয়াত ঃ ১৬৫)

যদি তাক্বদীর পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য পাপ কাজ করার প্রমান হতো তা হলে নবী-রসূলগণ প্রেরিত হওয়ার পর এ প্রমান কে উঠিয়ে নেয়া হতো না। কেননা, নবী এবং রাসূলগণের আগমনের পরেও অবাধ্যতা ত্বাকদীরের কারণে সংঘটিত হচ্ছে।

তৃতীয়ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)-থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা বেহেশতে বা দোযখে লেখা হয়নি। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি ভাগ্যের উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে থাকব না ? রাসূলুল্লাহ তদুত্তোরে বললেন ঃ না, আমল করতে থাক, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা সহজ পাবে। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেনঃ

{فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}

অর্থাৎ "আর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে মেনে চলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ"। (সূরা আল্লাইল-৭) মুসলিম শরীফের হাদীসে এইভাবে এসেছে যে,

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থাৎ, 'যে যার জন্য সৃষ্ট তা তার জন্য সহজ '। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলকে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাক্বদীরের উপর ভর করে থাকতে নিষেধ করেছেন।

চতুর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাহকে কতিপয় বিষয়ের আদেশ এবং কতিপয় বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তাকে তার ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে কিছুই করতে বলেননি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ, "অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"। (সূরা তাগাবুন-১৬) আরো এরশাদ হচ্ছে-

لا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا

অর্থাৎ,"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না "। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬)

যদি বান্দাহ্ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্যই থাকত, তাহলে তাকে তার সাধ্য ও ক্ষমতার বর্হিভূত এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া হতো যা থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকতো না। আর সেটা বাতেল। তাই বান্দাহ ভুল, অজ্ঞতা বশতঃ অথবা

জোরপূর্বক অনিচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করলে তাতে তার পাপ হয় না।

পঞ্চমঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর তথা ভাগ্য সম্পর্কে বান্দাহর কোন জ্ঞান নেই। ইহা অদৃশ্য জগতের এক গোপন রহস্য। তক্বদীরের বিষয় সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল বান্দাহ তা জানতে পারে। বান্দাহর ইচ্ছা তার কাজের পূর্বে হয়ে থাকে; তাই তার ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীর জানার উপর ভিত্তি করে হয় না। এমতাবস্থায় তাক্বদীরের দোহাই দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আর যে বিষয় বান্দাহর জানা নেই সে বিষয়ে তার জন্য প্রমান হতে পারে না।

ষষ্ঠঃ আমরা লক্ষ্য করি, মানুষ পার্থিব বিষয়ে সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কখনও ক্ষতিকর ও অলাভজনক কাজে পা বাড়ায় না এবং তখন তাকদীরের দোহাইও দেয় না। তা হলে ধর্মীয় কাজে উপকারী দিক ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে তাক্বদীরের দোহাই দেয়া হয় কেন? ব্যাপারটা কি উভয় ক্ষেত্রে এক নয় ?

۞ প্রিয় পাঠক, আপনার সম্মুখে দুটি উদাহরণ পেশ করছি যা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে।

<u>প্রথম উদাহরণ ঃ</u>

যদি কারো সামনে দুটি পথ থাকে। এক পথ তাকে এমন এক দেশে নিয়ে পৌঁছাবে যেখানে শুধু নৈরাজ্য, খুন-খারাবি, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও দূর্ভিক্ষ

বিরাজমান। দ্বিতীয় পথ তাকে এমন স্বপ্নের শহরে নিয়ে যাবে যেখানে শৃঙ্খলা নিরাপত্তা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সে কোন পথে চলবে? নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে যে, সে দ্বিতীয় পথে চলবে, যে পথে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান লোক প্রথম পথে পা দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দিবে না। তাহলে মানুষ আখিরাতের ব্যাপারে বেহেশতের পথ ছেড়ে দোযখের পথে চলে ক্বদরের দোহাই দিবে কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

রোগীকে ঔষধ সেবন করতে বললে তা তিক্ত হলেও সে সেবন করে। বিশেষ ধরনের কোন খাবার খেতে নিষেধ করা হলে তা সে খায় না, যদিও তার মন তা খেতে চায়। এ সব শুধু নিরাময় ও রোগমুক্তির আশায়। এবং সে ত্বাকদীরের তথা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকে না বা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে না।

তাহলে মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী বর্জন এবং নিষেধাবলী অমান্য করে ভাগ্যের দোহাই দেবে কেন?

সপ্তমঃ যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত ওয়াজিব কাজসমূহ ত্যাগ করে অথবা পাপকাজ করে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অথচ তার ধন-সম্পদ বা মান সম্মানে কেউ যদি আঘাত হেনে বলে, এটাই তোমার তাক্বদীরে লেখা ছিল, আমাকে দোষারূপ করো না, তখন সে তার যুক্তি গ্রহণ করবে না। তাহলে কেমন করে সে তার উপর অন্যের আক্রমনের সময়

তাক্বদীরের দোহাই স্বীকার করে না । তা হলে কেন সে আল্লাহর অধিকারে আঘাত হেনে তক্বদীরের দোহাই দেবে ?

উল্লেখ্য, একদা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর দরবারে এক চোরকে হাজির করা হয়। তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে সে বলে! হে আমিরুল মুমেনীন! থামুন, আল্লাহ্ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে আমি চুরি করেছি। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেন, আমরা ও আল্লাহ্ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে হাত কর্তনের নির্দেশ দিয়েছি।

তাক্বদীরের উপর ঈমানের বহুবিধ ফল রয়েছে তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো ঃ

১। ঈমান বিল ক্বাদর দ্বারা উপায়-উপকরণ গ্রহনকালে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসার সৃষ্টি হয় এবং সে তখন শুধুমাত্র উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয় না। কেন না, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ তা'য়ালার তক্বদীরের আওতাধীন।

২। ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য সাধিত হলে সে তখন নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে না । কারণ, যা অর্জিত হয়েছে তা সবই আল্লাহর নেয়ামত । যা তিনি কল্যান ও সাফল্যের উপকরণ দ্বারা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য আত্মম্ভরি হলে এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভুলে যায়।

৩। ঈমান বিল ক্বাদর দ্বারা বান্দাহর উপর আল্লাহর তক্বদীর অনুযায়ী যা কার্যকরী হয় তাতে তার অন্তরে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা অর্জিত হয়। ফলে সে

কোন প্রিয় বস্তু হারালে বা কোন প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদে পতিত হলে বিচলিত হয়না। কারণ; সে জানে যে, সবকিছুই সেই আল্লাহর তক্বদীর অনুযায়ী ঘটছে যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক। যা ঘটবার তা ঘটবেই।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

{مَـــا أَصَـــابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِـــتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَـــلَى مَـــا فَـــاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যে সব বিপদাপদ আসে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। এটা এজন্য, যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলো তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হয়ে উঠ। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত্ত অহংকারীকে পছন্দ করেন না"। (সূরা আল হাদীদ, আয়াত ঃ ২২-২৩)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুমেনের ব্যাপারে আশ্চর্য্য হতে হয়, তার সব ব্যাপারেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একমাত্র মুমেনের ব্যাপারেই তা হয়ে থাকে। আনন্দের কিছু হলে সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে,তখন তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যখন তার উপর কোন ক্ষতিকর বিষয় আপতিত হয় তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তখন তার জন্য তাও কল্যাণকর হয়ে উঠে"। (মুসলিম শরীফ)

<u>তাক্বদীর সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে</u>

তন্মধ্যে একটি হলো ঃ যাব্‌রিয়্যাহ সম্প্রদায় ঃ

এরা বলে, বান্দাহ তাক্বদীরের কারণে স্বীয় ক্রিয়া-কর্মে বাধ্য, এতে তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

দ্বিতীয়টি হলোঃ ক্বাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় ঃ

এদের বক্তব্য হলো বান্দাহ তার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ডে স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পন্ন, তার কাজে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা বা কুদরতের কোন প্রভাব নেই।

শরীয়ত ও বাস্তবতার আলোকে প্রথম দল (যাব্‌রিয়্যাহ সম্প্রদায়ের) বক্তব্যের জবাব ঃ

১. শরীয়ত এর আলোকে এর জবাব ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহর জন্য ইরাদা ও ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং বান্দাহর প্রতি তার কার্যক্রমের সম্বন্ধও আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

অর্থাৎ, "তোমাদের কারো কাম্য হয় দুনিয়া, আবার কারো কাম্য হয় আখেরাত"।(সূরা ইমরান, আয়াত ঃ ১৫২)

আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا }

অর্থাৎ "বল, সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। আমি যালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে।" (সূরা আলক্বাহাফ, আয়াত-২৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

{مَـــنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيد}

অর্থাৎ, "যে সৎকর্ম করে সে নিজের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাহদের প্রতি মোটেই যুলূম করেন না। (সূরা ফুস্সিলাত-৪৬)

২. বাস্তবতার আলোকে এর জবাব ঃ সকল মানুষেরই জানা আছে যে, তার কিছু কর্ম স্বীয় ইচ্ছাধীন, যা তার আপন ইচ্ছায় সম্পাদিত করে, যেমন, খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা। আর কিছু কাজ তার অনিচ্ছাধীন, যেমন, অসুস্থ্যতার কারণে শরীর কম্পন করা ও উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া। প্রথম ধরণের কাজে মানুষ নিজেই কর্তা, নিজ ইচ্ছায় সে তা গ্রহণ করেছে এতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না । আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ-কর্মে তার কোন নিজেস্ব পছন্দ ছিল না এবং তার উপর যা পতিত হয়েছে তার কোন ইচ্ছাও তার ছিল না ।

শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে দ্বিতীয় দল ক্বাদারিয়্যাহ দের বক্তব্যের জবাব ঃ

শরীয়ত ঃ আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা, জগতের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বান্দাহদের সব কর্ম-কাণ্ডও আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

{ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ}

অর্থাৎ, "আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাবার পর তাঁদের - পয়গম্বরদের- পরবর্তীরা পরস্পর লড়াই-বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেলো। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন"। (সূরা আল বাকারা আয়াত ঃ ২৫৩)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}

অর্থাৎ "আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য, আমি জ্বিন ও মানব উভয় দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা আস্‌সিজদাহ, আয়াত ঃ ১৩)

খ - যুক্তি মাধ্যমে এর জবাব । একথা নিশ্চিত যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং মানুষ এই বিশ্বজগতেরই একটি অংশ, তাই সেও আল্লাহর মালিকানাধীন। আর মালিকানাধীন কোন সত্তার পক্ষে মালিকের অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার রাজত্বে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

ইসলামী আক্বীদাহর লক্ষ্যসমূহ ঃ

ইসলামী আক্বীদাহর লক্ষ্যসমূহ । অর্থাৎ, উহার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী যা এ আক্বীদাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন ও পালন করার ফলে অর্জিত হয়ে থাকে, সেগুলো অনেক ও বহুবিধ যেমন,

১। সর্বপ্রকার এবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা। কেননা, তিনিই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাই এবাদত একমাত্র তারই জন্য হতে হবে।

২। আক্বীদার শুণ্যতার ফলে উদ্ভব নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তাকে মুক্ত করা। কারণ, এই আক্বীদাহবিহীন ব্যক্তি আক্বীদাহশুন্য ও বস্তুপূজারী হয় অথবা কুসংস্কার ও নানাবিধ আক্বীদাহগত ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে।

৩। মানষিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি অর্জন। এর ফলে ব্যক্তির মনে না কোন প্রকারের উদ্বেগ ও বিষন্নতা থাকে, না চিন্তাধারায় থাকে কোন অস্থিরতা। কারণ, এই আক্বীদা আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ককে জোরদার ও সুদৃঢ় করে দেয়। ফলে, সে তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের তাক্বদীর বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তার আত্মা লাভ করে প্রশান্তি। ইসলামের জন্য তার অন্তর হয় উম্মোচিত এবং জীবনধর্ম হিসেবে সে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন কিছুর দিকে তাকায় না।

৪। আল্লাহর এবাদত, মানুষের সাথে লেন-দেন ও আচার আচরণে কাজ ও উদ্দেশ্যে পথবিচ্যুতি হতে নিরাপত্তা অর্জন। কেননা, যে ব্যক্তি তার আকীদাহ কে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের অনুসরণের উপর স্থাপন করে তার আক্বীদাহই উদ্দেশ্য ও কর্মগত দিক দিয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ হতে পারে।

৫। সব বিষয়ে সুচিন্তিত ও দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য লাভ হয়। যাতে বান্দাহ সওয়াবের আশায় সৎ ও পুণ্য কাজের কোন সুযোগ হাতছাড়া কওে না এবং আখেরাতের কঠোর ও ভয়াবহ

শাস্তির ভয়ে সব ধরণের পাপের স্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কারণ, ইসলামী আক্বীদাহর অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে পুনরুত্থান ও কাজের প্রতিফল লাভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (সূরা আল আনআম, আয়াত ঃ ১৩২)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উৎসাহিত করে বলেন,

(الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّه مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)

অর্থাৎ,"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর ও উপকারী তা করতে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অপারগ ও অক্ষম হয়ো না। বিপদগ্রস্ত হলে এ কথা বলবে না যে, আমি যদি এটা করতাম, ওটা করতাম, তাহলে এমনটা হতো। বরং বল, আল্লাহ তাক্বদীরে যা রেখেছেন তা হয়েছে, আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানী কাজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম শরীফ)

৬। এমন এক শক্তিশালী জাতি গঠন করা যে জাতি আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার, উহার ভিত্তিসমূহ মজবুত ও উহার পতাকা সমুন্নত করার

লক্ষ্যে দুনিয়ার সব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে জান ও মাল ব্যয় করবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

অর্থাৎ "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যবাদী"। (সূরা আল্ হুজুরাত, আয়াত ১৫)

৭। ব্যক্তি ও দল সংশোধন করে ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব ও সম্মান লাভ করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ "যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরুষ্কার দেব, যা তারা করত"। (সূরা আন্নাহ্ল আয়াত- ৯৭)

উপরোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে, ইসলামী আক্বীদার কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে এগুলো অর্জনের তাওফীক দান করেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামদের উপর। আমীন।

شرح أصول الإيمان

لفضيلة الشيخ العلامة /

محمد بن صالح العثيمين ـــ رحمه الله ـــ

ترجمه

محمد عليم الله بن إحسان الله

راجعه :

محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

إصدار

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات

بأم الحمام بالتعاون مع مكتب الدعوة بحي الروضة

ص ب : ٨٧٢٩٩ الرياض : ١١٦٤٢ تلفون : ٤٩٢٢٤٢٢

فاكس : ٤٩٧٠٥٦١